গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা শাখা
www.shed.gov.bd

স্মারক নং- ৩৭.০০.০০০০.০৮৭.১২.০৯৯.২১-২০৩

তারিখঃ ০৮ কার্তিক ১৪২৮ / ২৪ অক্টোবর ২০২১

বিষয়ঃ প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিং বডি কর্তৃক উত্থাপিত অর্থিক অনিয়মের বিষয়ে মতামতসহ শুনানীতে প্রতিশ্রুত কাগজপত্র প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: (১) ৩৭.০০.০০০০.০৮৭.১২.০৯৯.২১-১২৯; তারিখ: ১৯/০৯/২০২১ খ্রি.
(২) ৩৭.০০.০০০০.০৮৭.১২.০৯৯.২১-১৩০; তারিখ: ১৯/০৯/২০২১ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বিগত ২৭/১০/২০১৯ খ্রি. মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলাধীন ভাগ্যকুল হরেন্দ্র লাল স্কুল এন্ড কলেজটি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করা হয়। পরিদর্শন ও নিরীক্ষাক্রমে দাখিলকৃত প্রতিবেদনের আলোকে প্রাপ্ত ব্রডশিট জবাব পর্যালোচনায় বর্ণিত অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়ে শুনানী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ২৯/০৯/২০২১ খ্রি: সকাল ১১.০০ টায় বর্ণিত বিষয়ে শুনানী দিন ধার্য করা হয়। শুনানীতে আপনার বিরুদ্ধে উত্থাপিত ০৭ টি অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করতে বললে আপনি ০৭ (সাত) কর্মদিবস সময় প্রার্থনা করেন এবং এই সময়ের মধ্যে অভিযোগের সংশ্লিষ্ট বক্তব্য এবং প্রদত্ত বক্তব্যের স্বপক্ষে দালিলিক প্রমাণ পাঠানোর অঙ্গীকার করেন। কিন্তু অদ্যবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। বর্ণিত শুনানীতে আপনার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান গভর্ণিং বডি নিম্নবর্ণিত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগসমূহ উপস্থাপন করেন। যথা-

ক. ইউএনও এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে পরামর্শ অনুযায়ী বর্তমান কমিটি একটি অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি গঠন করে। অভ্যন্তরীণ অডিটে ব্যাপক আর্থিক অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হয়। উদাহরণস্বরুপ- ডিআইএ রিপোর্টে ভুয়া বিল/ভাউচার ব্যাপারে বলা যায় অসংখ্য ভুয়া বিল/ভাউচার রয়েছে যা প্রতিষ্ঠান প্রধান তদন্তকারী কর্মকর্তাকে সরবরাহ করেননি। যেমন- জেলা পরিষদের রং করার জন্য ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা বরাদ্দে প্রতিষ্ঠান রং করা হলেও পুনরায় আবার শুধু একটি দোকানের ভাউচার দিয়ে রং করা বাবদ ২,১৩,০০০/- (দুই লক্ষ তের হাজার) টাকা স্কুল থেকে তুলে নেওয়া হয়। জেলা পরিষদে রংয়ের ব্যাপারে প্রধানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, তিনি বাধ্য হয়ে করেছেন।

খ. প্রতিষ্ঠানের মাঠ ভরাট দেখিয়ে ছোট্ট একটি সাদা কাগজর ভাউচার মাধ্যমে ২,৪৯,০০০/- (দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার) টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। অথচ বিগত ১০ (দশ) বছরে মাঠে বালু ফেলা হয়নি। মাঠ ভরাটের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন সাবেক সভাপতি প্রতিষ্ঠান থেকে ২,৪৯,০০০/- (দুই লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার) টাকা নগদ নিয়েছেন। শেষদিন তার কাছে টাকা চাওয়া হলে তিনি প্রতিষ্ঠানের কেরানী দিয়ে সাদা কাগজে লিখিয়ে তৎকালীন এই ভাউচার জমা দিয়ে যান।

গ. প্রতিষ্ঠান বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নামে, মেরামতের নামে, কলেজ স্বীকৃতি করানোর নামে অসংখ্য ভাউচার জমা দিয়ে টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। যার কোন সঠিক জবাব প্রতিষ্ঠান প্রধান গভর্ণিং বডির মিটিংয়ে দিতে পারেননি। এমনকি রেজুলেশন করে জেলা পরিষদ থেকে ভবন আনা ঘুষ বাবদ ২,১০,০০০/- (দুই লক্ষ হাজার) টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু ভবন আসেনি।

ঘ. নিম্ন মানের সহায়ক গাইড বাধ্যতা মূলক পাঠ্য করে প্রতি বছর ৭,০০,০০০/- (সাত লক্ষ) টাকা গাইড প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। ডিআইএ এর অভিযোগে এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠান প্রধান সঠিক তথ্য প্রদান করেননি।

ঙ. নিমার্ণ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারের আর্থিক বিধান অনুসরণ করা হয়নি। যেমন- ৫৭,০০,০০০/- (সাতান্ন লক্ষ) টাকা ভবন নির্মানে ন্যূনতম সরকারি নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়নি। কোন ড্রয়িং, ডিজাইন করা হয়নি, পিপিআর অনুযায়ী কোন দরপত্র তৈরি করা হয়নি, কোন টেকনিক্যাল ব্যক্তি তদারকির জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়নি। শুধু একটি পত্রিকায় দরপত্রের বিজ্ঞাপন দিয়ে ৩টি নামে প্যাড কম্পিউটারে বানিয়ে একজনকে সর্বনিম্ন দেখিয়ে প্যাডের উপর ভিত্তি করে কাজ দেওয়া হয়েছে। ন্যূনতম নিয়ম অনুযায়ী ঠিকাদারের লাইসেন্স, টিআইএন, ভ্যাট, ব্যাংক সলভেন্সি, অভিজ্ঞতা কিছুই পাওয়া যায়নি। যে ৩টি নামের প্যাড ব্যবহার করা হয়েছে তাদের সাথে বর্তমান কমিটি যোগাযোগ করলে তারা কিছুই জানেন না বলে জানান। এমনকি পেমেন্টের ক্ষেত্রে কোন বিল/ভাউচার ছাড়াই ইচ্ছামত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে যা কোন ভাবে সম্ভব নয়। নিয়ম অনুযায়ী ট্যাক্স, ভ্যাট কাটা হয়নি।

চ. বর্তমান কমিটি আসার পর নিয়ম অনুযায়ী কয়েকটি সাব-কমিটি গঠন করি। শিক্ষা সাব-কমিটির মাধ্যমে উঠে আসা প্রতিষ্ঠানে ৩২ জন খন্ডকালীন শিক্ষক রয়েছে যারা টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পেয়েছেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের দরকার সর্বোচ্চো ১৫ জন।

ছ. বর্তমান কমিটি পুকুর ইজারার ক্ষেত্রে স্থানীয় বাজারে ঢোল দিয়ে, মাইকিং করে উপজেলাকে অবহিত করে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ইজারা ব্যবস্থা করি। তাতে আমাদের কমিটি জিটি বের্ডিং নামের পুকুর এক বছরের জন্য ২,৪৩,০০০/- (দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকা, পশ্চিম দিকের পুকুর ২,৩০,০০০/-(দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা (এক বছরের জন্য) যা সাবেক কমিটি ১৩ বছরে প্রতিষ্ঠানের ফান্ডে (৪০,০০০+৫০,০০০/-=৯০,০০০/) টাকা জমা দিয়ে বাকি টাকা সাবেক কমিটি কর্তৃক আত্মসাৎ হয়েছে।

জ. প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন একটি জায়গা নিয়ে ২০০২ সাল থেকে এক ব্যক্তির সাথে মামলা চলমান। সাবেক সভাপতি মনির হোসেন মামলার বাদি ব্যক্তির সাথে ৮,০০,০০০/- (আট লক্ষ) টাকার বিনিময়ে মামলা আপোষ মিমাংসার নামে প্রতিষ্ঠান থেকে রেজুলেশন করে উক্ত টাকা নিয়ে যান, কিন্তু মামলার বাদি ব্যক্তিকে সেই টাকা দেওয়া হয়নি এবং মামলারও কোন মিমাংসা হয়নি।

০২। এমতাবস্থায়, গভর্ণিং বডি কর্তৃক উত্থাপিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনিয়মের অভিযোগসমূহসহ শুনানীতে আপনার বিরুদ্ধে আনীত ০৭ টি অভিযোগের বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ লিখিত জবাব (দালিলিক প্রমাণসহ) আগামী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল। অন্যথায় আপনার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২৪/১০/২০১২

(মোহা: লিয়াকত আলী)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৬১০৭

জনাব মো. মুজিবুর রহমান তালুকদার
অধ্যক্ষ
ভাগ্যকুল হরেন্দ্র লাল স্কুল এন্ড কলেজ
শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ।

অনুলিপি সদয় অবগতি/কার্যার্থে প্রেরণ করা হল।

১। পরিচালক (মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিধপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, (মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩। জেলা শিক্ষা অফিসার, মুন্সিগঞ্জ
৪। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৫। অফিস নথি।